

পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ ১০ নম্বর ছিপারা

আল-ইফিছিয়া

পরিচিতি

পবিত্র আছমানি কিতাবর অউ ছিপারা আল্লার হুকুমে লেখছইন, হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছ (রা:)। হজরত ইছায় বেহেশ্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ২৭ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে। আল্লার কালাম তবলিগ করায় তাইন অউ সময় জেল খানাত বন্দি আছলা।

ইফিছ টাউনো বসত কররা হজরত ইছার উম্মতরে উৎসাহ দিবার লাগি তাইন চিঠির আকারে অউ ছিফা লেখছইন। তাইন আগে অউ টাউনো তিন বছর রইয়া জমাত তিয়ার করছইন। অন থাকি বিদায় বালা তাইন কইছলা, “মনো রাখবা, আমি তিন বরছ ধরিয়া রাইত দিন চউখর পানি ফালাইয়া আপনারারে হুশিয়ার করতে দম লইছি না।” (সাহাবি নামা ২০:৩১)

অউ ছিফার মুল বয়ান অইলো, আল্লা পাকর বাতুনি মুনশা জাইর অওয়া। লেখকে কইরা, আল্লার ওয়াদা করা আল-মসীর মাজদি হউ বাতুনি মুনশা অখন জাইর অইছে। আল-মসীয়ে তশরিফ আনার আগে খালি বনি ইসরাইল জাতি আছিল আল্লার খাছ প্রজা, অইলে তাইন আইয়া হরি দুনিয়ার তামাম জাতির লগে আল্লা পাকর মিলন ঘটাইছইন। তান নিজর জান কুরবানি দিয়া হকলরে এক সমান অধিকার পাওয়ার পথ করি দিছইন। অউ ছিপারার মাজে পাক-পবিত্র জিন্দেগি কাটানি আর ইবলিছর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথাও জানাইল অইছে।

এরমাজে আছে,

- (ক) ছালাম, দোয়া আর শুকরিয়া ১ রুকু
(খ) হজরত ইছার উছিলায় আল্লার নয়া প্রজা ২-৩ রুকু
(গ) আল্লার নুরে নয়া জিন্দেগি কাটাও ৪:১-৬:৯ আয়াত
(ঘ) আল্লাই আতিয়ারদি ইবলিছর লগে যুদ্ধ করো ৬:৯-২৪

আমি পাউলুছ, আল্লা পাকর মর্জি মাফিক হজরত ইছা আল-মসীর একজন সাহাবি। ইফিছ টাউনর মাজে আল-মসীর তরিকার পাক বন্দা আর মুমিন অকলর গেছে আমি পাউলুছে অউ ছহিফা খান লেখরাম।
 ২ আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে আপনারা হকলর উপরে রহমত আর শান্তি নাজিল করউক্কা।

হজরত ইছা আল-মসীর মাজেউ রহমত

৩ আল্লা পাকর তারিফ অউক, তাইনউ ইছা আল-মসীর আল্লা আর তান গাইবি বাফ, আর অউ হজরত ইছাউ আমরার মালিক। আল্লা পাকে তো আল-মসীর উছিলায় আছমানর পরতেক নমুনার রুহানি রহমত আমরারে দান করছইন। ৪ আল্লা পাকর দরবারো আমরা যাতে পাক-পবিত্র আর নিখুত অইতাম পারি, অউ খিয়ালে তাইন ই দুনিয়া পয়দার আগেউ, নিজর মায়্যা-মহব্বতে আল-মসীর উছিলায় আমরারে পছন্দ করছইন। ৫ আল্লায় তান নিজর মর্জি আর নিজর খুশিয়ে আগেউ ঠিক করিয়া রাখছইন, যাতে ইছা আল-মসীর উছিলায় আমরারে তান আপন আওলাদ হিসাবে কবুল করবা। ৬ আল্লায় ইতা করছইন, যাতে তান খাছ মায়ার জন ইছার উছিলায় আমরারে যতো পরিমানে রহমত আর মহিমা দান করছইন, অতায় তান তারিফ অয়।

৭ আল-মসীর পবিত্র কুরবানির উছিলায় তান লউর বদলা আমরা গুন্যর সাজা থাকি খালাছ পাইছি, আমরা অউ মাফি পাইছি, ইতা তো আল্লা পাকর খাছ রহমত। ৮ অউ রহমত তো আল্লায় তান খাছ আখল-হেকমতে আমরার উপরে ঢালিয়া দিছইন। ৯ তাইন আগে থাকি যেলাখান খিয়াল করছলা, আল-মসীর মাজেদি যেতা করার নিয়ত করছিল, অউ খিয়াল-খুশির হক্কল বাতুনি বেয়াপার তাইন আমরারে জানাইছইন। ১০ তাইন তো আগেউ অখান ঠিক করিয়া রাখছিল, যাতে সময় পুরা অইয়া হারলে, তান আপন মর্জি মাফিক আছমান-জমিনর হক্কলতারে এখানো করিয়া, আল-মসীর আওতায় আনবা। ১১ আল্লায় তান নিজর আখল-ইনছাফ দিয়া নিজর মর্জি মাফিক হক্কল কাম করইন। তান মুনশা মাফিক তাইন আগেউ যেতা ঠিক করিয়া রাখছিল, হউ মুনশা মাফিক তাইন আমরারেও পছন্দ করছইন আল-মসীর উছিলায় তান খাছ বন্দা অওয়ার লাগি। ১২ এরলাগি

আমরা যেরা আগ থাকিউ আল-মসীর উপরে ভরসা করতাম, অউ আমরার মাজদিউ যাতে আল্লার গৌরব-মহিমার তারিফ অয়, অউ খিয়ালেউ তাইন আমরারে পছন্দ করছইন।

১৩ আর আপনারাও আল্লার হক কালাম, মানি নাজাতর খুশ-খবরি পাইয়া আল-মসীর উপরে ইমান আনছইন। আল-মসীর উম্মত অওয়ায় আল্লা পাকে তান ওয়াদা করা পাক রুহ দিয়া আপনাইন্তরে সীল-চাপ্‌ড় মারছইন। ১৪ তে যেতা মানষরে আল্লা পাকে তান নিজর সম্পদ কইয়া ডাকিছইন, এরাতে তাইন একটা অধিকার দিবার ওয়াদা করছইন। এরলাগি যতদিন পর্যন্ত এরা পুরাপুর খালাছ না অইছইন, অতদিন পর্যন্ত অউ অধিকারর পয়লা কিস্তি হিসাবে এরাতে পাক রুহ দান করছইন। আর অউ হক্কলতার মাজদি আল্লার গৌরব-মহিমার তারিফ অইবো।

হজরত পাউলুহর শুকরিয়া আর মুনাজাত

১৫ তে হজরত ইছার উপরে আপনারা ইমান আনছইন আর আল্লার হকল বন্দারেউ আপনারা মায়া-মহব্বত কররা, অউ খবর আমি যেবলা হুনলাম, ১৬ হুনর বাদ থাকিউ, আমি আপনারা লাগি আল্লার দরবারো শুকরিয়া আদায় করা কুন্ সময়ও বন্দ করছি না। আমি যেবলা মুনাজাত করি, ই সময় আপনাইন্তর কথা ফাউরি না। ১৭ আমি আল্লার দরবারো আরজ করি, আমরার মালিক ইছা আল-মসীর আল্লায়, জালাল আর শান আলা গাইবি বাফে আপনাইন্তরে রুহানি আখল আর বুজার খেমতা দেউক্ক। তেউ আপনারা আরো ভালামন্তে তানরে চিনবা। ১৮ আমি আরো মুনাজাত করিয়ার, আপনারা দিলর চউখ খুলি যাউক, তেউ আল্লাই দাওত পাইয়া আপনারা দিলর মাজে যে এশকি পয়দা অইছে অতা আরো ভালামন্তে বুজবা। এরলগে এওখানও বুজতা পারবা, আল্লার দরবারো তান পাক বন্দা অকল কতো বড় সম্পত্তি। ১৯ আর আমরা যেরা তান উপরে ইমান আনছি, আমরার দিলর মাজে কতো বড় শক্তিয়ে কাম করের। ই শক্তি অইলো, তান কুদরতর মহাশক্তি। ২০ অউ শক্তির বলেউ তাইন আল-মসীরে মরা থাকি জিন্দা করছইন, আর বেহেস্তর আরশে-আজিমো তান ডাইনর তখতো নিয়া বওয়াইছইন। ২১ আছমানর হক্কল নমুনর খেমতা, শাসন, শক্তি, আর বাহাদুরি যারার আতো আছে, এরা হকলরেউ তাইন আল-মসীর তলে

রাখছইন। আর যারে যে নামেউ ডাকা অয় না কেনে, ইতা ই জগতর অউক বা আখেরি জগতর অউক, হক্কল নামর উপরে ইছা আল-মসীর নাম। ২ আল্লায় হক্কলতারেউ আল-মসীর আওতায় রাখছইন। মানষর মাথা যেলা তার শরিলর বাদশা, আল-মসীরে অলা জমাতর মাথা, মানি বাদশা হিসাবে বওয়াল করছইন। ৩ আর ই জমাত অইলোগি আল-মসীর শরিল। যেইন আছমান-জমিনর হক্কলতারে ষোলআনা পুরাপুর করইন, অউ আল-মসীরে জমাতরে পুরাপুর করইন।

মরা জিন্দেগি থাকি জিতা অওয়া

২ তুমরা তো গুনা আর নাফরমানির মাজে মরা আছলায়। ১ জগতর ভাবর মাজে পড়িয়া তুমরাও এক সময় হউ নাফরমানি আর গুনার পথে চলা-ফিরা করতায়। যে বদ রুহ আছমানর হক্কল থাকি শক্তি আলা রাজা, হউ বদ রুহে নাফরমান অকলর ভিতরে কাম করে, আর তুমরাও হউ বদ রুহর মুরিদ আছলায়। ২ আমরা হকলেউ এক সময় গুনার স্বভাবর গুলাম বনিয়া, অতা নাফরমান মানষর লাখান জিন্দেগি কাটাইতাম। অউ বদ স্বভাব থাকি যে বদ খাইশ আমরার দিলো আইতো, আমরা অলা কাম করতাম। আর অউ কাম-কাজর লাগি হতা মানষর লাখান আমরাও আল্লার গজবর লাখ আছলাম।

৩ অইলে আল্লা পাক তো রহমতর ভাঙার; তাইন আমরারে খুব বেশি মায়্যা-মহস্বত করইন। ৪ এরলাগিউ নাফরমানি করিয়া আমরা যেবলা মরা জিন্দেগির মাজে হাবু-ডুবু খাইছলাম, হউ সময় আল-মসীর লগে তাইন আমরারে জিন্দা করলা। আল্লার রহমতে তুমরা রেহাই পাইছো। ৫ আমরা আল-মসীর লগে আছি, এরলাগি আল্লায় আমরা আল-মসীর লগে জিন্দা করিয়া, তান লগে করি বেহেস্তর ভিতরে বওয়াইছইন। ৬ তাইন ইতা করছইন, যাতে তান মহা-মূল্যবান রহমত অকল যুগে যুগে চিরকাল দেখাইতা পারইন। আল-মসীর উছিলায় তাইন আমরারে যে দয়া করছইন, অউ দয়ার মাজদি তান ই রহমতর কথা জাইর অইছে। ৭ আল্লার রহমতে ইমান আনায় তুমরা নাজাত পাইছো। ইতা তুমরার নিজর কুনু আমলর ফল নায়, খালি আল্লার দেওয়া দান। ৮ ইতা তো কুনু নেক কামর বদলা নায়, যাতে কেউ কুনু লাখান বড়াই করতো না পারে। ৯ আমরা তো আল্লা পাকর

আতর পয়দা। তাইন আল-মসীর উম্মত হিসাবে আমরা হিরবার নয়।
করি পয়দা করছইন, যাতে আমরা নেক কাম করি। অউ নেক কাম তাইন
আগে থাকিউ ঠিক করিয়া রাখছিলা যাতে আমরা অলা জিন্দেগি কাটাই।

হজরত ইছার হকল উম্মত এক

৫১ জনুগত ভাবে তুমরা অইলায় বিধর্মী জাতির মানুষ। মানষর আত
দিয়া যারারে শরিলো মছলমানি করাইল অইছে, এরা কইরা, তুমরা বলে
মছলমানি করাইছো না। ৫২ তে মনো রাখিও, আগে তো তুমরা আল-মসীর
গেছ থাকি হরাইল আছলায়; তুমরা আছলায় আল্লার পছন্দ করা বনি
ইসরাইলর বাইরর মানুষ। আল্লায় বনি ইসরাইলর লগে মিলনর যতো লাখান
উছিলার ওয়াদা করছইন, ইতার লগে তুমরার তো কনু সম্পর্ক আছিল না।
তুমরার কনু আশাও আছিল না; তুমরা আছলায় ই দুনিয়াত আল্লা ছাড়া
জাতি। ৫৩ এক কথায়, তুমরা আল্লা থাকি দুইই আছলায়। অইলে অখন
ইছা আল-মসীর উম্মত অওয়ায়, তান কুরবানির লউর উছিলায় তুমরারে
আল্লার ধারো আনা অইছে।

৫৪ তাইনউ আমরার শান্তি। ইসরাইল জাতি আর ভিন জাতি, হকলরে
তাইন এক করছইন। ই দুইও জাতির মাজে দুশমনির যে ওয়াল আছিল, ই
ওয়ালরে তাইন ভাংগিয়া চুরমার করছইন। ৫৫ আর সলিবর উপরে নিজর
কায়ারে কুরবানি দিয়া, তাইন মুছা নবীর শরিয়তর হকল হুকুম-আহকাম
আর আইন-কানুনর খেমতারে বাতিল করছইন। তান ইলা করার কারন
অইলো, তাইন চাইলা, অউ দুইওতা দিয়া তান নিজর নয়। এক জাতি
পয়দা করতা, যাতে অউ জাতির মাজদি ই দুইও দলর মাজে শান্তি অয়।
৫৬ আর তাইন চাইলা, সলিবর উপরে তান নিজর জান কুরবানির উছিলায়,
অউ দুইও দলরে তাইন এখানো করিয়া আল্লার লগে মিলন ঘটাইতা।
এরলাগি অউ দুইও দলর মাজে দুশমনির যে ভাব আছিল, ই দুশমনিরে
তাইন এক্কেবারে মিটাই দিছইন। ৫৭ তুমরা এক সময় আল্লা থাকি দুইই
আছলায়, আর বনি ইসরাইল অকল কাছাত আছলা, অখন তাইন আইয়া
অউ দুইও দলর গেছেউ শান্তির খুশ-খবরি তবলিগ করছইন। ৫৮ এরফলে
তান উছিলায় আমরা দুইও দল পাক রুহর মাজদি, আমরা বেহেস্তি বাফ
আল্লা পাকর দরবারো আজির অইতাম পারি।

১৯ এরলাগিউ তুমরা অখন বাইরর মানুষ নায়, ভিন জাতিও নায়। বরং আল্লার খাছ বন্দা অকলর লগে তুমরাও আল্লার বাদশাই আর তান পরিবারর সদইস্য বনিগেছো। ২০ সাহাবি আর নবী অকল অইলা তান ঘরর খুটি, আর হজরত ইছা আল-মসী অইলা মুল ইয়ান খুটি। অউ খুটির উপরেউ তুমরারে গড়া অইছে। ২১ আল-মসীর লগে জুড়া লাগায়, আস্তা ঘরর হকল অংশ একলগে মিলিয়া এখান পবিত্র ঘর তিয়ার অইছে। ২২ তুমরাও অইয়া তান লগে জুড়া লাগছো, মানি তান উম্মত অইছো, এরলাগি তুমরারেও একলগে গড়িয়া তুলা অর, যাতে পাক রুহর মাজদি ই ঘরর মাজে আল্লার বসত খানা অয়।

ভিন জাতির লাগি হজরত পাউলুছ

৩ অউ কারনে আমি পাউলুছে আল্লার দরবারো দোয়া করিয়ার। আর তুমরা যারা ভিন জাতি, তুমরারে ইছা আল-মসীর তরিকার দাওত দেওয়ার লাগিউ আমি অখন জেলো বন্দি অইছি। ৪ তুমরা নিচয় হুনছো, আল্লায় আমারে অউ খাছ দায়িত্ব দিছইন, তান রহমতরে আমি তুমরার আতো পৌছাই দিতাম। ৫ আল্লায় তান নিজর বাতুনি মুনশা অহির মাজদি আমারে জানাইছইন, আর অউ বেয়াপার খান আমি তুমরার গেছে সংক্ষেপে লেখলাম। ৬ ইখান পড়লে তুমরা বুজবায়, আল-মসীর বেয়াপারে অউ বাতুনি বিষয় বুজার খেমতা আমার আছে। ৭ ই বাতুনি বেয়াপার খান সাহাবি আর নবী অকলর গেছে যেলা পাক রুহর মাজদি অখন জাইর অর, আগর জমানার কুনু মানষর গেছেউ ইলা জাইর অইছে না। ৮ আর ই বাতুনি বেয়াপার অইলো, ইঞ্জিল শরিফর খুশ-খবরির মাজদি ভিন জাতি অকলও ইছা আল-মসীর লগে এক অইয়া, বনি ইসরাইলর লগে আল্লাই অধিকারো শরিক অয়, হকল এক শরিলর অংশ অয়, একই ওয়াদার দোয়ার ভাগি অয়। ৯ আল্লায় তান মহা কুদরতর বলে আমারে রহমত দান করছইন, আর যেলা রহমত পাইছি, অলা খুশ-খবরি তবলিগর দায়িত্ব আদায় কররাম।

১০ আল্লার হকল বন্দার মাজে আমা থাকি হুরু আর কেউ নাই, তা-ও আল-মসীর যে ধনর কথা ষোলআনা বুজা যায় না, অউ মূল্যবান ধনর খুশ-খবরি ভিন জাতির গেছে তবলিগর দায়িত্ব আমার উপরে দিছইন, ইটাউ

আল্লার রহমত। ১৪ আর তান বাতুনি মুনশা কিলা কামো লাগাইল যায়, ইখান জাইর করার ভারও তাইন আমার উপরে দিছইন। যেইন আছমান-জমিন হক্কলতা পয়দা করছইন, হউ আল্লায় অতদিন ধরিয়া ইতা বাতুনি রাখছিল। ১৫ তাইন ইতা বাতুনি রাখার কারন অইলো, আছমানর হকল রাজা আর খেমতাআলা হকলর গেছে, আল্লার নানান নমুনার আখল-হেকমত আল-মসীর জমাতর মাজদি অখন খুলামেলা অয়। ১৬ তান নিজর চিরকালর মুনশা মাফিক ইতা অইছে, আর অউ মুনশা-মর্জি আমরার মালিক ইছা আল-মসীর মাজদি পুরা করছইন। ১৭ তান লগে শরিক অইয়া ইমানর বলে, বুকুত সাওস রাখিয়া আল্লার ছামনে আমরা আজির অওয়ার এখতিয়ার পাইছি। ১৮ এরলাগি আমি তুমরারে মিনত করিয়ার, আমি দুখ-মছিবত সইহ্য করিয়ার দেখিয়া তুমরা নিরাশ অইও না। ইতা তো তুমরার লাগিউ সইহ্য করিয়ার, এরলাগি গৌরব করো।

মুমিন অকলর লাগি মুনাজাত

১৪-১৫ তে আছমান-জমিনর হকল জানদাররে যেইন পয়দা করছইন, আমি আটু গাড়িয়া হউ বাতুনি বাফর ছামনে মুনাজাতো বইছি। ১৬ আমি দোয়া করি, আল্লায় যানু তান অশেষ কুদরতর বলে তুমরারে অমন বল-শক্তি দেইন, যাতে পাক রুহর মাজদি তুমরার দিল মজবুত অয়, ১৭ আর ইমানর উছিলায় আল-মসীয়ে তুমরার দিল পুরাপুর দখল করইন। আমি দোয়া করি, তুমরা যানু ইছা আল-মসীর মহব্বতর মাজে পুরাপুর ডুব দিয়া থির রও। ১৮ তেউ হকল পাক বন্দা অকলর লগে তুমরাও বুজবায়, আল-মসীর মহব্বতর কুনু কুল-কিনার নাই, কুনু শেষ-সীমা নাই। ১৯ অউ যে মহব্বত পুরাপুর বুজার অসাইহ্য, আমি দোয়া করিয়ার, ই মহব্বতরে যানু তুমরা চিনো, চিনিয়া হারি তুমরাও আল্লাই হকল নমুনার গুনাগুন হাছিল করিয়া পুরাপুর কামিল অও।

২০ আসলে আল্লার যে কুদরতি বলে আমরার দিলর মাজে কাম করে, হউ বলর উছিলায় আমরার চিন্তা-ভাবনা বা চাওয়া-পাওয়া থাকি আরো বউত বেশি কাম তাইন করতা পারইন। ২১ হজরত ইছা আল-মসীর মাজদিয়া আর জমাতর মাজদিয়াও যুগ যুগ ধরি হর-হামেশা আল্লা পাকর তারিফ অউক। আমিন।

এক রইয়াও নানান কাম

৪ আমার মালিক আল-মসীর লাগি আমি জেলো বন্দি আছি। অউ বন্দি হালতে আমি তুমরারে মিনত করিয়ার, যে কামর লাগি আল্লায় তুমরারে দাওত দিছইন, তুমরা এর উপযুক্ত অইয়া চলো। ১ তুমরার আচার-বেবহার যানু পুরাপুর মিঠা আর নরম অয়। পরতেকে ছবর করো আর দিলো মহব্বত রাখিয়া একে-অইন্যরে সইয্য করো। ২ আল-মসীর যে শান্তিয়ে আমরা এখানো জুড়া লাগাইছে, হউ শান্তির বলে পাক রুহর দেওয়া একতা রক্ষার লাগি দিলে-জানে চেষ্টা করো। ৩ আল্লায় তুমরারে তান পথে দাওত দিছইন করিয়া তুমরার মাজে খালি এখান আশা আছে, খালি এক শরিল আর একজন পাক রুহ আছইন। ৪ এক ইমান, এক তরিকাবন্দি আর একজন মালিক আছইন। ৫ হকলর আল্লা খালি একজন, মানি বেহেস্তু বাফ একজনউ আছইন। তাইনউ হকলর উপরে, হকলর মাজে, হকলর দিলো আছইন।

৬ অইলে আল-মসীয়ে যেলা ঠিক করিয়া রাখছইন, হউ মাফিক আমরা পরতেকে খাছ রহমত পাইছি। ৭ এরলাগি জবুর শরিফো লেখা আছে,

তাইন গিয়া যেবলা বেহেস্তু উঠিলা,
অউ সময় বন্দি অকলরে বান্দিয়া টানিয়া নিলা,
আর তান মানষরে বউত দান দিলা।

৮ তে বেহেস্তু গিয়া উঠিলা, ই আয়াত থাকি বুজা যায় না নি, আগে তাইন দুনিয়ার তলে লামছিলা। ৯ আর যেইন লামছিলা, তাইন হকলতা পুরন করার লাগি, আছমান থাকি আরো উপরে গিয়া উঠিছইন। ১০ তাইন মানষরে অউ দান দিছইন, কয়জনরে সাহাবি, কয়জনরে নবী, কয়জনরে খুশ-খবরির তবলিগ, কয়জনরে জমাতর ইমাম আর উস্তাদ হিসাবে বওয়াল করছইন। ১১ তাইন ইলা করার কারন অইলো, আল্লার পাক বন্দা অকলে যানু তান এবাদত-বন্দেগি করার লাগি জুইত অয়, আর অউ নমুনায় আল-মসীর শরিল, জমাত হিসাবে গড়িয়া উঠে। ১২ তান খিয়াল অইলো, আমরা হকলে যানু আল্লার খাছ মায়ার জন, ইবনুল্লার উপরে ইমান আনিয়া,

তানরে ভালা করি চিনিয়া এখানো অই। আর আল-মসী য়েলা হকল লাখান গুনে পুরাপুর ভরা, আমরাও অলা হকল গুনে পুরাপুর অইয়া কামিল অই। ১৪ তেউ আমরা আর হুরুতার লাখান রইতাম নয়। মানষে শয়তানি আখল খাটাইয়া বে-পথে নিবার লাগি মানষরে যে ভুল তালিম দেয়, অউ ভুল তালিমে যানু আমরারে পানির আউলা-জাউলা চেউর লাখান দু-দিলা না বানায়। ১৫ বরং আমরার দিলর মহব্বতে হক মাত মাতিমু, হকল নমুনায় বড় অইয়া আল-মসীর লাখান অইমু। তাইনউ তো আস্তা শরিলর মাথা। ১৬ আস্তা শরিল অমলা বানাইল অইছে, যাতে শরিলর হকল অংগ যারযির জাগাত রইয়া মুল কায়ার লগে জুড়া লাগাইল রয়। পরতেক অংগ য়েবলা ঠিক-ঠাক কাম করে, অউ সময় আস্তা শরিলউ মাথার বলে বাড়িয়া উঠে, আর মহব্বতর মাজদি নিজরে গড়িয়া তুলে।

পুরান জিন্দেগি বদলাও, নয়া অও

১৭ এরলাগি আমি আমার মালিকর নামে তুমরারে হুশিয়ার করি দিয়ার, ভিন ধর্মর মানষে য়েলা বাজে চিন্তা করিয়া জিন্দেগি কাটাইন, তুমরা আর ইলা জিন্দেগি কাটাইও না। ১৮ তারার দিল তো আন্দাইরর মাজে পড়ি রইছে। ইতার দিল গোমরা, এরলাগিউ তারা আল্লার বেয়াপারে কুস্তা চিনে না, কুস্তা চিনতো চায়ও না, এরলাগি আল্লার দেওয়া জিন্দেগি থাকি তারা বউত দুরই। ১৯ তারার বিবেক অসাড় অইগেছে, অতার দায় হর-হামেশা নাপাকি কামর ধান্দা করে, তারা নিজর জিন্দেগিরে লাগাম ছাড়া বদ খাইশর আতো ছাড়ি দিছে।

২০ অইলে তুমরা তো আল-মসীর বেয়াপারে ইলাখান তালিম পাইছো না। ২১ তুমরা নিচ্চয় তান বেয়াপারে হুনছো, হুনিয়া তান লগে শরিক অইয়া, তান মাজে যে হক আছে, অউ হকর তালিম পাইছো। ২২ তান তালিম অইলো, ফিল্লর পুরান কাপড় মানষে য়েবলা এক্কেরে ফালাই দেয়, অউ লাখান তুমরার ভিতরর পুরান ‘আমি’রে এক্কেবারে ফালাই দেও, কারন অউ ‘আমি’র বদ খাইশে মানষর জিন্দেগিরে বরবাদ করিলায়। ২৩ এর বদলা আল্লা পাকরে সুযোগ দেও, তাইন তুমরার দিলরে নয়া হালতে গড়িয়া তুলউক্কা, ২৪ তান দেওয়া নয়া ‘আমি’রে নয়া কাপড়র লাখান ফিন্দো। অউ নয়া ‘আমি’রে আসল হক-পরেজগারি আর পাক-পবিত্র করিয়া আল্লার ছুরতে গড়া অইছে।

২৫ এরলাগি তুমরা মিছা মাতা বাদ দেও, একে-অইন্যে হাছা মাতো, কারন আমরা হকলউ একে-অইন্যে মিশিয়া আছি। ২৬ রাগ-গুছা করলেও ই রাগর লাগি গুনা করিও না, সুরুজ ডুবর আগেউ গুছার কথা ফাউরিলাও, ২৭ ইবলিছ-শয়তানরে কুনু সুযোগ দিও না। ২৮ চুরে তার চুরি করা বাদ দেউক, নিজর আতে হলাল পথে মেনত করিয়া খানা খাউক, যাতে তার খাওয়া-ফিন্দার বাদেও গরিব-দুখিরে দিবার লাগি কিছু জমা রয়।

২৯ তুমরার মুখদি যানু বাদ কথা না বারয়, বরং আরক জনর উপকারি তালিমর লাগি ভালা মাত মাতিও, যাতে ইতা হুনিয়া হুনরা জনর ভালাই অয়। ৩০ তুমরা আল্লার পাক রুহরে দুখ দিও না, আখেরি নাজাতর আগ পর্যন্ত অউ রুহ দিয়াউ আল্লায় তুমরারে সীল-চাপ্পড় মারিয়া থইছইন। ৩১ হকল নমুনার বিরক্তি ভাব, মিজাজ দেখানি, রাগ-গুছা, চিল্লাইয়া কাইজ্জা করা, গালা-গালি, আর হকল নমুনার ইংসা-নিন্দা তুমরার গেছ থাকি হরাইলাও। ৩২ বরং তুমরা একে-অইন্যে দয়া করো, অইন্যর দুখে দুখি অও, আল-মসীর মাজদি আল্লায় যেলা তুমরারে মাফ করছইন, তুমরাও অলা একে-অইন্যরে মাফ করো।

আল্লার নুরে নয়া জিন্দেগি কাটাও

১ তুমরা তো আল্লার মায়ার আওলাদ, তে পুত যেলা বাফর লাখান অয়, তুমরাও অলা অও। ২ আল-মসীয়ে যেলা আমরা মহব্বত করছইন, তুমরাও অলা মায়ী-মহব্বতর পথে চলো। তাইন আমরা বাচাইতা করি নিজর জানরে খুশবয়দার কুরবানি হিসাবে আল্লার নামে বিলাই দিছইন।

৩ কুনু নমুনার জিনা, নাপাকি আর লোভ-লালছর কথা তুমরার মাজে যানু না হুনা যায়, কারন ইতা কাম আল্লার পাক বন্দার লাগি ঠিক নায়। ৪ আর বেহায়া-বেইজ্জতির যেকুনু মাত-কথা, আচার-বেবহার বা খবিছি ঠাট্টা-মশকরা যানু তুমরার মাজে না অয়, ইতায় তুমরারে মানায় না। ইতার বদলা আল্লার শুকুর-গুজার করো। ৫ তুমরা তো জানোউ, জিনাকুর, নাপাক আর লালছি মানষে, আল্লা পাক আর আল-মসীর বাদশাইর মাজে কুনু জাগা পাইতো নায়। ইতায় তো এক লাখান মূর্তিপূজা কররা। ৬ হুশিয়ার রইও, মিছা মাত মাতিয়া কেউ যানু তুমরারে বে-পথে না নেয়, আল্লার

নাফরমান বনিয়া যেরা ইতা বদ কাম করে, তারার উপরে আল্লার গজব লামে। ৭ তুমরা ইলাখান মানষর লগে মিশিও না, ৮ কারন তুমরা আগে আন্দারির মাজে থাকলেও অখন তো আল-মসীর উম্মত বনিয়া নুরর পথো আইছো। এরলাগি আল্লার নুরে কামিল জনে যেলা জিন্দেগি কাটানি উচিত, তুমরা অউলা চলো। ৯ আর নুরে চলার ফল অইলো, পরেজগারি, সততা, হকল নমুনার নেক কাম। ১০ এরলাগি যে কামে মালিক খুশি অইন, তুমরা যাচাই করিয়া অউ কাম করো। ১১ আন্দাইর জগতর বেফায়দা কামর লগে কুনু নমুনার সম্পর্ক রাখিও না, বরং তুমরা অতার দুষ দেখাই দেও। ১২ মানষে লুকাইয়া যেতা কাম করইন, ইতা বেয়াপারে কুস্তা মাতাও শরম। ১৩ নুরর মাজদি দুষ দেখাইয়া দিলাইলে ইতা জাইরা অইয়ায়, ১৪ কারন অউ নুরেউ হকলতা জাইর করে। এরলাগি ছিল্লেক আছে,

ও ঘুমর মানুষ, হজাগ অও,
মরা থাকি জিতা অও,
তেউ আল-মসীর নুরে,
নুরানি করিবা তুমারে।

১৫ তুমরা চিন্তা-ভাবনা করি দেখো, তুমরার চাল-চলন কিলাখান। বেআখলর লাখান না চলিয়া, আখলদারর লাখান চলো। ১৬ নেক কাম করার যে সুযোগ তুমরার আতো আছে, ইতা ষোলআনা কামো লাগাও, জানো তো অখনকুর জমানা খারাপ। ১৭ এরলাগিউ কইরাম, তুমরা বেআখল বনিও না, বরং মালিকর মর্জিরে বুজো। ১৮ মদর নিশায় টাল অইও না, ইতায় জিন্দেগি নষ্ট করিলায়। বরং পুরাপুর পাক রুহর বশে রও, ১৯ তুমরা হামদ, কাওয়ালি আর পবিত্র জবুর শরিফর গজল গাইয়া একে-অইন্যে বাতচিত করো; তুমরার দিলর ভিতরে মালিকর নামে গজল গাও। ২০ হামেশা হকল বেয়াপারে আমরার মালিক ইছা আল-মসীর নামে বেহেস্তি বাফ আল্লার শুরিয়া আদায় করো।

জামাই-বউর বেয়াপারে তালিম

২১ আল-মসীর ইজ্জত আর ডরে তুমরা একে-অইন্যেরে দিল থাকি মাইন্য করো। ২২ তুমরা যেরা বউ অইছো, তুমরা যেলা মালিক ইছারে

মাইন্য করো, অউ লাখান যারযির জামাইরে মাইন্য করো। ২৩ কারন আল-মসী যেলা জমাতর, মানি তান শরিলর মাথা, জামাইও অলা বউর মাথা। আসলে আল-মসীউ অউ আস্তা শরিলর তরানেআলা। ২৪ আর জমাত যেলা আল-মসীর জিম্মায় আছে, অউলা বউ অকলও হকল বেয়াপারে জামাইর জিম্মায় রওয়া উচিত।

২৫ তুমরা যেরা জামাই অইছো, হুনো, আল-মসীয়ে যেলা জমাতরে মহব্বত করছইন, ঠিক অলাখান তুমরাও যারযির বউরে মহব্বত করিও। তাইন তো জমাতর লাগি তান নিজর জান কুরবানি দিছইন। ২৬ তান খিয়াল অইলো, তাইন জমাতরে পবিত্র করার লাগি, তান কালামর মাজদি মানষরে তরিকার গোছল করাইয়া, ২৭ নুরর মহিমায় নিজর ছামনে আজির করা। অউ সময় জমাতর মাজে কুনু কলংকর দাগ, খুত বা ইলা কুস্তাউ রইতো নায়, ইতা পাক-পবিত্র আর নিখুত অইবো। ২৮ এরলাগি জামাইয়ে তার নিজর শরিলরে যেলা মায়া করে, ঠিক তার বউরেও অউলা মায়া করা ফরজ। নিজর বউরে মায়া করার মানি অইলো, নিজর শরিলরে মায়া করা। ২৯ কেউ তো কুনু সময় তার নিজর শরিলরে ঘিন্নায় না, হকলেউ যারযির শরিলর ভরন-পোষন করে। এক্কেরে অউ লাখান, আল-মসীয়েও তান জমাতর ভরন-পোষন যুগাইন। ৩০ কারন আমরা তান শরিলর অংগ। ৩১ আল্লার কালামো লেখা আছে, “এরলাগিউ বেটাইন্তে মা-বাবফরে ছাড়িয়া বউর লগে থাকবা, তারা দুইওজন এক শরিল অইবা।” ৩২ ইখান অইলো বউত বড় বাতুনি বেয়াপার, আসলে আমি তো আল-মসী আর তান জমাতর বেয়াপারে কইরাম। ৩৩ যাই অউক, তুমরা হকলেউ যারযির বউরে নিজর লাখান মহব্বত করিও, আর বউ অকলেও যারযির জামাইরে ইজ্জত করা জরুর।

মা-বাবফ আর আওলাদর বেয়াপারে তালিম

৬ ও আওলাদ অকল, মালিকর মর্জি মাফিক তুমরার মা-বাবফর কথা মতো চলিও, আর অলা চলাটাউ তো উচিত। ৩৪ আল্লার কালামর পয়লা হুকুম, যে হুকুমর লগে পুরুস্কারর ওয়াদা আছে, ইটা অইলো, “তুমার মা-বাবফরে ইজ্জত করিও। ৩৫ তেউ তুমার ভালাই অইবো, আর ই দুনিয়াত তুমার হায়াতি বাড়িবো।” ৩৬ তে তুমরা যেরা হুরুতার বাফ

অইছো, তুমরাও নিজর আওলাদরে ছাতাইও না, বরং মালিকর তালিম আর শংখলার মাজদি তারারে মানুষ বানাও।

গুলাম আর মুনিবর লাগি তালিম

৫ তুমরা যেরা গুলাম, তুমরা আল-মসীর যেলা বাইধ্য, অউলা ডর আর তাজিমে দিলে-জানে তুমরার জগতর মুনিব অকলর বাইধ্য রইও।

৬ খালি মানষরে খুশি করার নিয়তে মুনিবর ছামনে বাইধ্য রইও না, বরং আল-মসীর গুলাম হিসাবে দিলে-জানে আল্লার মর্জি মাফিক চলরায় করিয়া তুমরার মুনিবর বাইধ্য রইও।

৭ তুমরা ইখান মনো করিও না যে, তুমরা মানষর খেজমত কররায়, বরং আছমানি মালিকর খেজমত কররায় মনো করিয়া, জগতর মুনিবর খেজমতো খিয়ালি অও। ৮ মনো রাখিও, মালিকর গেছ থাকি পরতেক মানষে যারযির নেক কামর পুরুস্কার পাইবো, হে গুলাম অউক বা আজাদ অউক।

৯ তুমরা যেরা মুনিব, তুমরাও তুমরার গুলাম অকলর লগে অউলা ভালা বেবহার করো। তারারে ডর দেখানি বাদ দেও, কারন তুমরা তো জানো, তারা বা তুমরা হকলরউ মালিক একজন, তাইন বেহেস্তো আছইন; তান নজরো হকলউ সমান।

আল্লাই আতিয়ারদি ইবলিছর লগে যুদ্ধ করো

১০ হেশ-মেশ কইরাম, তুমরা আছমানি মালিকর লগে মিলিয়া রইয়া তান কুদরতি বলে বলআলা অও। ১১ যুদ্ধর লাগি আল্লার দেওয়া হকল

নমুনার আতিয়ার লাগাও, তেউ ইবলিছর সব ছল-চতুরির বিরুদ্ধে মজবুত অইয়া উবাইতায় পারবায়। ১২ আমরার অউ যুদ্ধ তো কুনু মানষর লগে

নায়, ইতা অইলো আন্দাইর জগতর হকল রাজা আর তার খেমতাআলা অকলর বিরুদ্ধে, আন্দাইর জগতর শক্তিআলা বদ রুহ অকলর বিরুদ্ধে,

আর আছমানর ইবলিছ-শয়তান দলর বিরুদ্ধে। ১৩ তে অউ যুদ্ধর লাগি তুমরা আল্লার দেওয়া হকল নমুনার আতিয়ার ফিন্দিলাও, যাতে ইবলিছে

যেবলা হামলা করবো অউ সময় মজবুত অইয়া উবাইতায় পারো, আর হেশ-মেশ থির রইতায় পারো। ১৪ এরলাগি আল্লাই হকিকতির বেলেট কমরো

বান্দো, আর বুক বাচানির লাগি পরেজগারির আমল দিয়া বুক গুরিয়া রাখো, ১৫ সিপাই অকলর লাখান দুইও পাওয়ো জুতা লাগাও, যাতে শান্তির খুশ-খবরি তবলিগর লাগি জুইত থাকতায় পারো। ১৬ আর সিপাই অকলে নিজরে বাচানির লাগি যে ঢালা বেবহার করে, অউলা হকল সময় তুমরা ইমানর ঢালা আতো লও, অউ ঢালা দিয়া ইবলিছর হকল জালাইল তীর নিভাইতায় পারবায়। ১৭ মাথারে বাচানির লাগি আল্লার দেওয়া নাজাত সিপাইর কেপর লাখান ফিন্দিলাও। আর পাক রুহর তলোয়ার মানি, আল্লার কালামরে মজবুত করি ধরো।

১৮ পাক রুহর বলে দিলে-জানে হর-হামেশা মুনাজাত করো। এরলাগি হজাগ রইয়া হকল পাক বন্দা অকলর লাগি সব সময় মুনাজাত করাত রইও। ১৯ আমার লাগিও দোয়া করিও, আমি কথা মাতার বালা যানু আল্লায় আমার মুখর বুলি যুগাই দেইন, যাতে তবলিগ করার সময় আমি সাওস খাটাইয়া খুশ-খবরির আসল বাতুনি ভেদ মানষরে বুজাইতাম পারি। ২০ অউ খুশ-খবরি তবলিগর লাগি লুয়ার চেইনদি বান্দা হালতেও আমি আল-মসীর নাইব হিসাবে কাম কররাম। তে জেলর মাজে রইয়া যেলাখান সাওস খাটাইয়া তবলিগ করা জরুর, দোয়া করিও, আমি যাতে অলা করতাম পারি।

বিদায়ি দোয়া

২১ আমার হাল-হকিকত কিলাখান আর আমার দিন-কাল কিলা যার, ইতা আমার মায়ার দুস্ত তুখিক ভাইর গেছ থাকি হুনবায়। এইন আমার মালিকর হক-হালাল খেজমতকারি। ২২ আমি তানরে তুমরার গেছে পাঠাইলাম, তুমরা তান মুখ থাকি আমরার খবরা-খবর হুনবায়, তাইন গিয়া তুমরারে উৎসাহ দিবা।

২৩ আমার গাইবি বাফ আল্লা পাকে আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে, মুমিন ভাই অকলরে শান্তি আর ইমানি মায়া-মহস্বতে রাখউক্লা। ২৪ আমার হজরত ইছা আল-মসীর লাগি যারার দিলো খাটি মহস্বত আছে, এরা হকলর উপরে আল্লার রহমত নাজিল অউক। আমিন॥